ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ

সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন

(সার-সংক্ষেপ)

৯ এপ্রিল ২০১৭

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ: সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন

উপদেষ্টা
ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি

গবেষণা তত্ত্বাবধান
মো. ওয়াহিদ আলম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা
জুলিয়েট রোজেটি, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
ফাতেমা আফরোজ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
মোরশেদা আক্তার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা সহযোগী
অমিত সরকার, এ্যাসিসট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা
ইফফাত শারমিন (খন্ডকালীন)
ইফফাত আনজুম (খন্ডকালীন)
মোহাম্মদ জিহাদ হোসেন (খন্ডকালীন)

কারিগরি সহযোগিতা
আবু সাঈদ মো. আব্দুল বাতেন, সিনিয়র ম্যানেজার-আইটি; এ এন এম আজাদ রাসেল, ম্যানেজার-আইটি এবং টিআইবি'র অফিস সহকারীরা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা
তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকজন সম্মানিত সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা সহযোগিতা করেছেন। টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসিসহ অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতি-বিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য বহুমুখী গবেষণা এবং জ্ঞানভিত্তিক প্রচারণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা ও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা টিআইবির অন্যতম মূল লক্ষ্য।

সংসদীয় গণতন্ত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম জাতীয় সংসদ। জন প্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন, আইনের সংস্কার ও জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে টিআইবি অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন (২০০১) থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। এই প্রতিবেদনটি 'পার্লামেন্টওয়াচ' ধারাবাহিকের ১৩তম এবং দশম জাতীয় সংসদের ওপর তৃতীয় প্রতিবেদন।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত আইন প্রণয়নে মোট ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার পূর্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট কিছুটা হ্রাস, সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে পূর্বের অধিবেশনগুলোর তুলনায় বিরোধী দলের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং বিরোধী দল কর্তৃক সরকারের কাজের গঠনমূলক সমালোচনার মতো কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেলেও আইন প্রতি ব্যয়িত গড় সময়ের বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য নয়। অন্যদিকে সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ নিয়ে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের আচরণে সংশ্লিষ্ট বিধির ব্যত্যয় ছিল। অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সদস্যদের আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হয় নি। আইন প্রণয়ন পর্বে সদস্যদের অংশগ্রহণ কম ছিল। বিরোধী সদস্যদের মতামত ও প্রস্তাব যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় নি। আইন প্রণয়নে জনমত গ্রহণের বিদ্যমান পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগের ঘাটতির ফলে জন অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত আলোচিত হত্যাকান্ড, জঙ্গী অপতৎপরতা, আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে বাজেট আলোচনা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা এবং অনির্ধারিত আলোচনা পর্বে আলোচিত হলেও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্বে উক্ত বিষয়সমূহ আলোচিত হয় নি। আইন প্রণয়ন ও প্রশ্নোত্তর পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম ছিল। তাছাড়া সংসদীয় কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, বিধি অনুযায়ী কমিটি সভা না হওয়া, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা ও বাধ্যবাধকতা না থাকা এবং সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত ও কমিটি সংশ্লিষ্ট তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি চ্যালেঞ্জসমূহ লক্ষণীয় ছিল।

উপরোক্ত ঘাটতিসমূহ দূর করার উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সংসদকে অধিকতর কার্যকর করতে এই প্রতিবেদনে সন্নিবিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট সকল মহল যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন, টিআইবি এই প্রত্যাশা করছে।

এই গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন জুলিয়েট রোজেটি, ফাতেমা আফরোজ, মোরশেদা আক্তার ও অমিত সরকার। এছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তারা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

টিআইবি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান প্রতিবেদন প্রণয়নে প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্নভাবে গবেষণা দলকে পরামর্শ দিয়েছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং সংসদ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের জন্য জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সার-সংক্ষেপ

১.১ প্রেক্ষাপট

সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো, এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। সংসদের কাজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়: প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি। জনপ্রতিনিধিগণ প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস, বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন বক্তব্য, আইন প্রণয়ন এবং কমিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারেন।

বাংলাদেশে সংসদ মূখ্য সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং নীতিনির্ধারণী ফোরাম হিসেবে স্বীকৃত। সংসদ নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার হিসেবে লক্ষণীয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল থেকে আইপিইউ (ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন) এবং ১৯৭৩ সাল থেকে সিপিএ (কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন)-র সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এদের উদ্দেশ্য হল, দেশের উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট দেশের শাসন ব্যবস্থায় সন্নিবেশিত করা।

বিশ্বব্যাপি প্রায় ২০০টি পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন ৮০টিরও বেশী দেশের সংসদীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে সুশাসন, জনগণের কাছে সংসদের জবাবদিহিতা, আইন প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ, সংসদীয় কার্যক্রমের তথ্যের অভিগম্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সংসদীয় কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যকর পন্থা সুপারিশ করে থাকে।

সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। এই প্রতিবেদনটি এই সিরিজের ১৩তম এবং দশম জাতীয় সংসদের ওপর তৃতীয় প্রতিবেদন।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা এবং সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

- দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনের বিভিন্ন পর্বের কার্যক্রম পর্যালোচনা
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ
- সংসদীয় কমিটির ভূমিকা পর্যালোচনা
- আইন প্রণয়নে সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের পর্যবেক্ষণ
- সংসদের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে স্পিকার ও সদস্যদের ভুমিকা পর্যালোচনা
- সংসদীয় উন্মুক্ততা পর্যবেক্ষণ

১.৩ তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে দশম সংসদের সপ্তম হতে ত্রয়োদশ অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারিত কার্যক্রম এবং অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে সংসদের অধিবেশনে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ। পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য এবং প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ।

সংসদ টেলিভিশনে সরাসরি প্রচারিত কার্যক্রমের রেকর্ড শুনে নির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়। সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে কার্যদিবস সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, কোরাম সংকট এবং সদস্যদের উপস্থিতি, অধিবেশন বর্জন, ওয়াক আউট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, বাজেট আলোচনা, সাধারণ আলোচনা, পয়েন্ট অব অর্ডার, সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত তথ্য, সংসদীয় বিধি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ ও বক্তব্যে ভাষার ব্যবহার সংশ্লিষ্ট তথ্য ইত্যাদি। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা

হয়। অধিবেশন ও কমিটি সভায় সদস্যদের উপস্থিতি, প্রশ্নোত্তর পর্বের প্রশ্নের বিস্তারিত বিষয়বস্তু, কমিটির প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়। সংসদ টিভিতে প্রত্যক্ষযোগ্য নয় এমন বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণের জন্য অধিবেশনে সরাসরি উপস্থিত থেকে সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়।

এই গবেষণায় সংসদীয় উন্মুক্ততা পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে সংসদীয় চর্চা ও মানদন্ড, "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা"-য় উল্লেখিত জনগণের তথ্যে অভিগম্যতা, ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ)-এর লক্ষ্য এবং সংসদীয় পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মেলনে প্রকাশিত সংসদীয় উন্মুক্ততার ঘোষণাপত্রের আলোকে বিভিন্ন দেশের সংসদ সম্পর্কিত তথ্য প্রচার ও বিভিন্ন সংসদের ইতিবাচক চর্চার বিষয়কে বিবেচনা করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণার সময়

সেপ্টেম্বর ২০১৫ - ডিসেম্বর ২০১৬ সময়কালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম হতে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।

২. গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল

২.১ অধিবেশনের কার্যকাল

দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম হতে ত্রয়োাদশ অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ছিল ১০৩ দিন। একাদশ অধিবেশন ছিল বাজেট অধিবেশন। নবম অধিবেশনটিতে মূলত রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

২.২ কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়

দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম হতে ত্রয়োাদশ অধিবেশন পর্যন্ত ১০৩ কার্যদিবসে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যয়িত মোট সময় ৩৪৫ ঘন্টা ৫৫ মিনিট। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল প্রায় ৩ ঘন্টা ২২ মিনিট।

চিত্র ১: বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা হার (সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন)

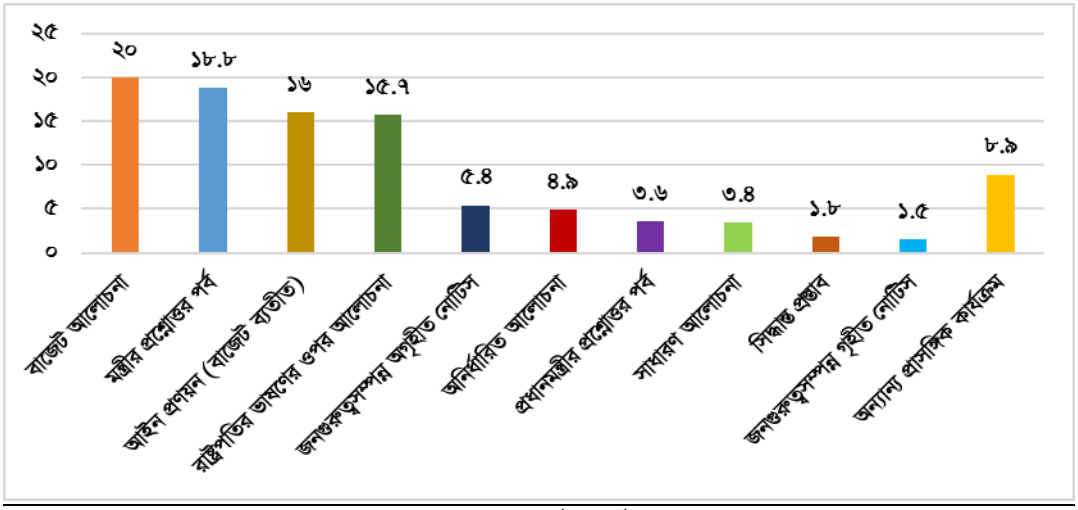

তথ্যসূত্র: সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

৩.১ সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি

দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে সদস্যদের ১০৩ কার্যদিবসের উপস্থিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে সার্বিকভাবে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি প্রতি কার্যদিবসে ২৩৩ জন যা মোট সদস্যের ৬৭%।

সার্বিকভাবে সদস্যদের উপস্থিতির তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ৩৯% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে, ৫% সদস্য ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। সরকারি দলের সংসদ সদস্যের মধ্যে শতকরা ৩৯ ভাগ সদস্য অধিবেশনের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অর্থাৎ মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। তবে নবম সংসদের[১] সাথে তুলনা করলে দেখা যায় নবম সংসদের শতকরা ৫০ ভাগ সদস্য ৭৫ শতাংশের অধিক কার্যদিবসে সংসদে

[১] তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

উপস্থিত ছিলেন । এক্ষেত্রে উপস্থিতির হার আগের তুলনায় কমেছে।[২] সর্বনিম্ন একদিন (একাদশ অধিবেশনে) উপস্থিত ছিলেন একজন সরকারি দলের সদস্য[৩] যার উপস্থিতি নিয়ে পূর্ববর্তী বছরেও একই তথ্য পাওয়া যায়। উল্লেখ্য জাতীয় সংসদে সদস্য হিসেবে পদ রক্ষায় তাঁকে অধিবেশনে হাজিরা দিতে দেখা যায়। তিনি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত এবং প্রায় এক বছর পলাতক ছিলেন।[৪] উল্লেখ্য ২২ মাস পলাতক থেকে অত্মসমর্পনের পর জামিনের জন্য হাইকোর্টে আপিল করেছেন।[৫] উক্ত সংসদ সদস্য অধিবেশনে হাজিরা দিলেও কোনো আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেননি। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের ৪০% এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের ৪২% সদস্য এবং ২১% মন্ত্রী মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অর্থাৎ ৭৫ শতাংশের বেশী কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন। নবম সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ উপস্থিতি ছিল ২৫% এর কম কার্যদিবসে। অর্থাৎ প্রধান বিরোধী দলের উপস্থিতি তুলনামুলকভাবে বেড়েছে। সংসদ নেতা মোট কার্যদিবসের ৮৬ দিন (প্রায় ৮৪%) উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ৮৫ দিন (প্রায় ৮৩%) উপস্থিত ছিলেন।

৩.২ ওয়াকআউট

সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনের কার্যদিবসগুলোতে প্রধান বিরোধী দলের সদস্য কর্তৃক চারবার ওয়াকআউট হয়। ওয়াক আউটের কারণগুলোর মধ্যে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবি, বিলে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সংসদে তা পাস করার প্রতিবাদ, সাধারণ আলোচনায় বিরোধী দল কর্তৃক প্রেরিত নামের তালিকা অনুযায়ী সুযোগ প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় তার প্রতিবাদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৩.৩ কোরাম সংকট

সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে মোট ৪৮ ঘন্টা ২৬ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয় যা সাতটি অধিবেশনের প্রকৃত মোট ব্যয়িত সময় (৩৯৪ ঘন্টা ২১ মিনিট)-এর ১২%। সাতটি অধিবেশনে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ২৮ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। সংসদের বাজেটের ভিত্তিতে সংসদ পরিচালনার ব্যয়ের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড়ে ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৩৪ টাকা খরচ হয়।[৬] এ হিসাবে সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে কোরাম সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য ৪৭ কোটি ২০ লক্ষ ৩৩ হাজার ২০৪ টাকা এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের সময়ের অর্থমূল্য ৪৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ১৫২ টাকা। অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় অধিবেশন প্রতি গড় কোরাম সংকট ক্রমান্বয়ে কমেছে। অষ্টম সংসদের প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট ছিল ৩৯ মিনিট এবং নবম সংসদে ৩৩ মিনিট দশম সংসদে কমে ২৮ মিনিটে দাঁড়ায়। প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের মতো অধিবেশন প্রতি গড় কোরাম সংকটও ক্রমান্বয়ে কিছুটা কমেছে। অষ্টম সংসদের প্রতি অধিবেশনের গড় কোরাম সংকট ছিল ৩৩ মিনিট এবং নবম সংসদে ৩০ মিনিট দশম সংসদে কমে ২৯ মিনিটে দাঁড়ায়।

৪.১ আইন প্রণয়ন

এই সাতটি অধিবেশনে ৬৬টি বিল পাস হয়। এক্ষেত্রে মোট প্রায় ৫৫ ঘন্টা ১৫ মিনিট সময় ব্যয় করা হয় যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ১৬ শতাংশ। এই সাতটি অধিবেশনে বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সম্পর্কে মোট ৩৮ জন সদস্য বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সময়ের পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিলের ওপর আপত্তি, বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব এবং দফাওয়ারী সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় ৪৬% সময় ব্যয়িত হয়। এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে প্রধান বিরোধী দল ৭২% সময় অংশগ্রহণ করেন। সংসদে আইন পাসের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, বিলের খসড়ায় জনমত যাচাই-বাছাইয়ের জন্য উল্লেখিত ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলোর কার্যকরতার ঘাটতি, অধিবেশনে বিরোধী সদস্যদের প্রস্তাবসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়ার চর্চার অপ্রতুলতার কারণে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি।

---

[২] বাংলাদেশ আসন: ১৯০ (ঢাকা-১৭), ৩২৭ (সংরক্ষিত আসন-২৭)

[৩] বাংলাদেশ আসন: ১৩২ (টাঙ্গাইল-৩)

[৪] দৈনক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর, ৮ জুলাই ২০১৫

[৫] দৈনিক যুগান্তর, ৬অক্টোবর ২০১৬

[৬] সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ২৩৮.৩৩ কোটি টাকা, সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৭.০৫ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ১.১২ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল ৬.৮১ কোটি টাকা (২০১৫-১৬)। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সংসদের অধিবেশনের মোট প্রকৃত সময় ২৪৩ ঘন্টা ৯ মিনিট (কোরাম সংকটসহ)। এই হিসেবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থ মূল্য দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৩৪ টাকা। এ প্রাক্কলনটি সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় ব্যয়ের একটি ধারণা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে ।

বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী, জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সরকারদলীয় সদস্যসহ প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের অংশগ্রহণ থাকলেও তা কয়েকজন সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আইনের ওপর আলোচনায় মোট সদস্যদের মাত্র ১১% সদস্য অংশগ্রহণ করেছেন। বিল উত্থাপন এবং বিলের ওপর সংসদ সদস্যদের আলোচনা এবং মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ৩১ মিনিট।

৪.২ আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা

বাজেট অধিবেশনে মোট ৬৯ ঘন্টা ৮ মিনিট সময় ব্যয়িত হয় যা মোট সময়ের ২০ শতাংশ। মূল বাজেটের ওপর আলোচনায় ২৩৩ জন সদস্য প্রায় ৫১ ঘন্টা ৩৭ মিনিট (৭৫%), ৯ জন সদস্য সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনায় প্রায় ১ ঘন্টা ২৯ মিনিট (২%) এবং ৪৩ জন সদস্য মঞ্জুরী দাবি উত্থাপন ও এ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রায় ২ ঘন্টা ৫২ মিনিট (৪%) অংশগ্রহণ করেন। সময় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা তাদের বরাদ্দ সময়ের ১১ শতাংশ সময় অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেন যেখানে সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষের (৩১ বার) তুলনায় সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে (১৭৪ বার) নিয়ে এই ধরনের ভাষা প্রয়োগের প্রাধান্য দেখা যায়। বিরোধী দলের সদস্যদের আলোচনায় আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এ বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকেও সহমত পোষণ করে বলতে দেখা যায়, "নিজেদের লোকদের সমর্থনের কারণে সোনালী ব্যাংক ও বেসিক ব্যাংকের অর্থ কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারিনি। অবশ্যই ব্যাংকে কাজ করলে আস্থা ও বিশ্বাসের প্রয়োজন। সেটার যখন ঘাটতি হয়, তখন অনেক অসুবিধা হয়। আমাদের কিছু ঘাটতি হয়েছে সোনালী ও বেসিক ব্যাংকে।" সদস্যদের আলোচনায় বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আহ্বান প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্টতার প্রতিফলন হিসেবে লক্ষণীয় হলেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদানের আরও সুযোগ রয়েছে।

৫. জনগণের প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারের জবাবদিহিতা কার্যক্রম

৫.১ প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব মোট ১৭টি কার্যদিবসে অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্বে ৪৯ জন সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে ৩৪ জন সরকারি দলের, ১০ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ৫ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য। প্রধানমন্ত্রীকে যে বিষয়গুলো নিয়ে সদস্যরা প্রশ্ন করেন তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছিলো বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কিত (৩৩%)। এ পর্বের উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ হলো প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার পরিবর্তে সংসদ নেতার বিভিন্ন কার্যক্রম ও তার অর্জন নিয়ে সদস্যদের আলোচনা। মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ৬০টি কার্যদিবসে মোট ২০২ জন সদস্য অধিবেশনের প্রায় ১৮.৮ শতাংশ সময় অংশ নেন। উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী সড়ক পরিবহন ও সেতু (৩৩টি) মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। প্রশ্নের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উন্নয়ন প্রকল্প (সেবা/স্থাপনা) পরিকল্পনা প্রস্তাব নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্ন ছিল সবচেয়ে বেশী (৪২%)। এছাড়া সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে বিদ্যমান সম্পদ, আয়-ব্যয় ও বরাদ্দ অর্থের হিসাব, বিদ্যমান নিয়ম-নীতি ও পদক্ষেপসমূহ, বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ প্রস্তাব করে সদস্যরা প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

৫.২ সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১ ও ১৪৪ অনুযায়ী আলোচনা)

এই পর্বে ৩৪টি নোটিস উত্থাপিত হয়, আলোচিত হয় ১৮টি, স্থগিত করা হয় ১৫টি এবং ১টি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়। আলোচিত ১৮টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৭টিই উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যদের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। দ্বাদশ অধিবেশনে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা"-র প্রস্তাবটি সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সদস্যরা তাদের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার চাহিদা এবং জাতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তের জন্য যেসকল প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার মধ্যে নতুন স্থাপনা/সেবা প্রবর্তনের প্রস্তাব সবচেয়ে বেশী (৬৭%)। এছাড়াও নতুন নীতিমালা প্রণয়ন, বিভিন্ন কার্যক্রমে বরাদ্দ প্রদান, সংস্কার কর্মসূচি এবং বিদ্যমান সেবার মান উন্নয়নে প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য।

৫.৩ জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস

বিধি ৭১ অনুযায়ী জমাকৃত ১৫৭০টি নোটিসের মধ্যে ৯০টি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। এই গৃহীত নোটিসের মধ্যে ৩২টি নোটিস সংসদে আলোচিত হয় এবং মন্ত্রীরা সরাসরি সেগুলোর উত্তর দেন। সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিস (৪টি করে) রেলপথ ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। যেসকল নোটিস গ্রহণ করা হয়নি তার মধ্যে মোট ৪৭৮টি নোটিসের ওপর মোট ১২২ জন সদস্য বক্তব্য উপস্থাপন

করেন। স্থানীয় সরকার, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নোটিসের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী (৮৫টি)। উল্লেখ্য এই বিধিতে নোটিস সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবেও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করা হয়।

৫.৪ অনির্ধারিত আলোচনা

এই পর্বে মোট সময়ের প্রায় শতকরা ৪.৯ ভাগ সময় ব্যয়িত হয়, মোট ৭০ জন সদস্য বক্তব্য রাখেন। অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়সমূহের মধ্যে সদস্যদের উত্থাপিত বিষয়সমূহের ধরন পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সমসাময়িক ঘটনা ও সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী (২৭%) আলোচনা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ধরনের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও সেবা কার্যক্রম; আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও জননিরাপত্তা; সরকার ও সরকার প্রধানের জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা; বিভিন্ন ঘটনা, সংবাদ ও প্রতিবেদনের নিন্দা/প্রতিবাদ উল্লেখযোগ্য।

৫.৫ সাধারণ আলোচনা

সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় মোট সময়ের প্রায় ৩.৪%। আলোচনার বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, চারটির মধ্যে তিনটি প্রস্তাব (৭৫%) ছিল সরকার প্রধানকে তাঁর বিভিন্ন অর্জনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে। সাধারণ আলোচনায় সদস্যরা এ পর্বের মোট সময়ের ২৪% বিভিন্ন অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারে ব্যয় করেন।

মোট ৩১২ জন সংসদ সদস্য এই পর্বগুলোর কোনো না কেনো পর্বে অংশগ্রহণ করেন। স্পিকার ব্যতিত মোট ৩৭ জন সদস্য (প্রায় ১১%) কোন পর্বের আলোচনায় অংশ নেননি। উল্লেখ্য এদের মধ্যে ৩২% সদস্য শতকরা ৫০ ভাগ কার্যদিবসের বেশী সময় উপস্থিত থাকলেও আলোচনা পর্বসমূহে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়নি। জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন চুক্তি ছাড়া সম্পাদিত সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণের সাংবিধানিক বিধান থাকলেও পূর্ববর্তী অধিবেশনগুলোর মতই এ ধরনের কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি। উল্লেখ্য, পরোক্ষ উৎস থেকে প্রাপাত তথ্য অনুযায়ী ২০১৫-১৬ সালে বিভিন্ন দেশের সাথে ৬০টি চুক্তি সম্পাদিত হয়।[৭]

৫.৬ সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম

এই সাতটি অধিবেশন চলাকালীন ৪৭টি কমিটি মোট ৩৩৭টি সভা করে। এর মধ্যে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ২২টি সভা করে। উল্লেখ্য কেবল দুইটি কমিটি বিধি অনুযায়ী মাসে একটি বা তার বেশী সংখ্যক সভা করে। তিনটি কমিটি কোনো সভা করেনি।

চিত্র ২: কমিটির সভা অনুষ্ঠান (সংখ্যা)

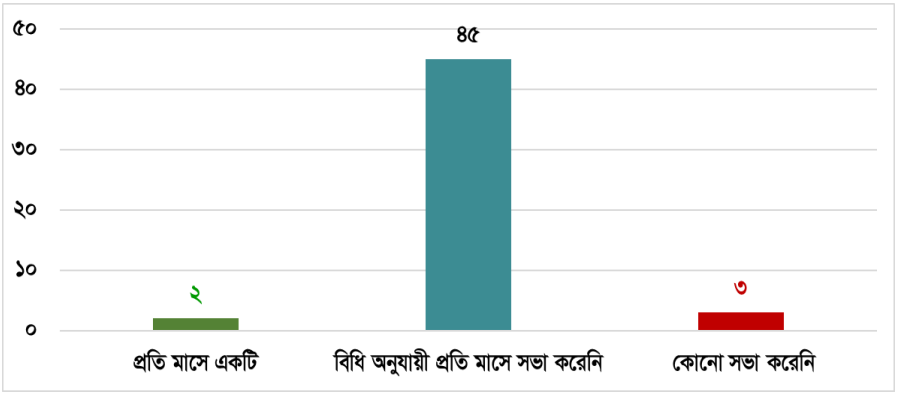

কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটির সদস্য মনোনয়ন করা হয়েছে। কমিটির সদস্য নির্বাচনের সময় তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা দেখা হয় না। কমিটির সভাপতি ও সদস্য নির্বাচনে

[৭] http://bdnews24.com/bangladesh ; http://www.reuters.com ; http://www.mof.gov.bh ; http://bangladesh.mid.ru ; https://www.jica.go.jp ; https://www.government.nl ; http://www.government.se ; www.thedailystar.net (last viewed on January 2017)

এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের এবং দলীয় প্রধানের প্রাধান্য লক্ষণীয়।[৮] হলফনামা এবং অন্যান্য উৎসের[৯] তথ্য অনুযায়ী নয়টি কমিটিতে[১০] সদস্যদের কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা দেখা যায় যা কার্যপ্রণালী বিধির লঙ্ঘন।

এই সাতটি অধিবেশন চলাকালীন মোট দশটি কমিটির দশটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যার মধ্যে সাতটি কমিটির ক্ষেত্রেই এগুলো তাদের প্রথম প্রতিবেদন। প্রকাশিত ১০টি প্রতিবেদন অনুযায়ী কমিটি সভায় সদস্যদের সার্বিক গড় উপস্থিতি প্রায় ৬৫%। যে দশটি কমিটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয় তার তথ্য অনুযায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশের মধ্যে ৩৯% বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তমূহের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ৩৩% সুপারিশ ছিলো পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা সম্পর্কিত। বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ পর্যবেক্ষণ করে কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত সুপারিশ পাওয়া যায় -

- চিড়িয়াখানা ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্ত করে প্রতিবেদন দেবার জন্য কমিটি গঠন[১১]
- সরকারি ৮টি দুগ্ধ খামারে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম এবং খামারগুলোকে লাভজনক করার ক্ষেত্রে সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য কমিটি গঠন[১২]
- নকল ঔষধ উৎপাদনকারী, অনুমোদনকারী এবং বিক্রয়কারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ[১৩]
- সুনির্দিষ্ট কিছু ঔষধ কোম্পানি নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রুপের ঔষধ উৎপাদন করতে পারবে না[১৪]
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নয় এমন কাউকে প্রকল্পের টাকায় বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ না দেওয়ার সুপারিশ[১৫]
- পঁচা গম আমাদনি করায় দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে শত কোটি টাকা আদায় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করার সুপারিশ[১৬]
- গাজীপুরের কালিয়াকৈর এলাকায় বন ধ্বংসকারী চেক স্টেশন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ[১৭]
- যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খেলাপী হওয়ার আশঙ্কা আছে তাদেরকে ঋণ প্রদান না করার সুপারিশ[১৮]
- সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীদের যোগসাজসে হলমার্ক গ্রুপ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থ লোপাট, অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছিল সেসকল জড়িত ব্যক্তিদের তালিকা এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ[১৯]

ওয়াসা এবং সিটি করর্পোরেশনের অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্বন্ধে দাখিলকৃত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন কমিটি প্রত্যাখ্যান করে পুনরায় তদন্ত সাপেক্ষে সঠিক প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সুপারিশ করে। কারণ যে ধরনের অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে তার সাথে প্রতিবেদনের তথ্যের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়নি।[২০] উল্লেখ্য স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় কমিটি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়না।

৬. রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব

[৮] আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, *বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫।

[৯] প্রাগুক্ত।

[১০] বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়,ধর্ম মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কামিটি।

[১১] মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- পঞ্চম বৈঠক (প্রথম প্রতিবেদন)

[১২] মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- নবম বৈঠক (প্রথম প্রতিবেদন)

[১৩] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক যুগান্তর, ২১ এপ্রিল ২০১৬

[১৪] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক যুগান্তর, ১৩ মে ২০১৬

[১৫] কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক যুগান্তর, ১১ মার্চ ২০১৬

[১৬] খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক যুগান্তর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

[১৭] বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক যুগান্তর, ৮ জানুয়ারি ২০১৬

[১৮] সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি - ১৮তম বৈঠক (দ্বিতীয় প্রতিবেদন)

[১৯] প্রাগুক্ত

[২০] স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক সমকাল, ৬ আগস্ট ২০১৫

এই আলোচনা পর্বে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কিছু অংশ ছাড়া সদস্যদের বক্তব্য জুড়ে প্রাধান্য পেয়েছে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার (কটুক্তি, আক্রমণাত্মক ও অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার এবং অন্য দলের শাসনামলের কার্যক্রমের ব্যর্থতা। সদস্যরা সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে ১৫৭৯ বার এবং সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষকে নিয়ে ২৬৫ বার অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেন। সদস্যদের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় উপস্থাপন অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয় সংশ্লিষ্ট দিক নির্দেশনা নিয়ে সদস্যদের বক্তব্যে নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনার প্রস্তাব উত্থাপন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ লক্ষণীয়। বিরোধী দল কর্তৃক কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান ও কার্যক্রম নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা করতেও দেখা যায়।

৭. সংসদীয় কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় স্পিকারের ভূমিকা

কার্যপ্রণালী বিধি ২৭০ এর ৬,৭ ও ৯ উপবিধি লঙ্ঘন করে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা অসংসদীয় আচরণ ও ভাষা ব্যবহার করেছেন। উল্লেখ্য, কার্যপ্রণালী বিধিতে উল্লেখিত আক্রমণাত্মক/ কটুক্তি/ অশ্লীল/ সংসদ-বিগর্হিত/ অসৌজন্যমূলক/ মানহানিকর বক্তব্য অসংসদীয় ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়াও কোনো সদস্য বিদ্রুপাত্মক বাচনভঙ্গি ও অঙ্গ-ভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে কাউকে আক্রমণ করে, কাউকে হেয় করে তাদের বক্তব্য প্রদান করে থাকলে সেগুলোও এখানে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বিভিন্ন আলোচনা পর্বে সদস্যগণ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহারে মোট সময়ের ১৫% ব্যয় করেন। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নেতা এবং সদস্যরা সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করলেও স্পিকারকে অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের আলোচনার সময় নীরব ভূমিকায় দেখা যায়। সংসদীয় কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বের আলোচনায় সদস্যরা ৪৩৩ বার সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ দলকে নিয়ে এবং ২১০১ বার সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে অসংসদীয় ভাষার অবতারণা করেন। কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘন করে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের প্রসঙ্গে সরকারি দল এবং বিরোধী দলের সদস্যদের অসংসদীয় ভাষার ব্যবহারের প্রেক্ষিতে স্পিকারের প্রত্যাশিত ভূমিকার ঘাটতি দেখা যায়। বিধি অনুযায়ী অধিবেশন চলাকালীন গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা স্পিকারের দায়িত্ব হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষণীয়। এর মধ্যে অধিবেশন চলাকালীন নিজ নিজ আসন ছেড়ে অন্য আসনে অবস্থান নিয়ে অন্য সদস্যদের সাথে কথা বলা, অনেক সদস্যের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট গ্রুপে কথা বলা, অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা করা, কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালীন তাঁর নিকটবর্তী আসনের সদস্যগণ কর্তৃক নিজ আসনে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৮. জেন্ডার প্রেক্ষিত: সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সংসদ সদস্যের অংশগ্রহণ

এই সাতটি অধিবেশনে ৬১ শতাংশ নারী মোট কার্যদিবসের ৭৫% এর বেশী কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সাতজন নারী সদস্য (৩ জন সংরক্ষিত আসন), মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ৪২ জন (৩২ জন সংরক্ষিত আসন), চারজন নারী সদস্য (তিনজন প্রধান বিরোধী দলের) বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব দেন, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ৭১ বিধিতে ৮ জন নারী সদস্য ৯টি নোটিসের ওপর এবং ৭১-ক বিধিতে ৩৩ জন নারী সদস্য ১১৭টি নোটিসের ওপর আলোচনা করেন। এছাড়া ৫৬ জন (৩৯ জন সংরক্ষিত আসন) নারী সদস্য মূল বাজেট আলোচনায় এবং ৫০ জন সদস্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় বক্তব্য রাখেন। সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটিতে কোনো নারী সদস্য নেই, ৮টি কমিটির সভাপতি নারী (৪টি কমিটিতে স্পিকার পদাধিকারবলে সভাপতি)। নারী সদস্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় নারী সদস্যদের ভূমিকা এখনও প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। আইন প্রণয়নসহ সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ সীমিত পর্যায়ের।

৯. সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের ভূমিকা

স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় সরকার দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করলেও সরকারের মন্ত্রীসভায় প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি অর্থাৎ সরকারে তাদের দ্বৈত অবস্থান এবং দশম সংসদের প্রায় তিন বছরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রধান বিরোধী দলের বিতর্কিত অবস্থানের কারণে তাদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। সংসদীয় কার্যক্রমে সরকার দলীয় সদস্যদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটকে নিয়ে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। আইন প্রণয়ণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্বে জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে আলোচনা করা, প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় ওয়াকআউটের মতো সিদ্ধান্ত নিলেও তাদের প্রস্তাবসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতে দেখা

যায় না। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আর্থিক অনিয়ম নিয়ে সরকারের দৃষ্টি অকর্ষণ করতে দেখা যায়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে যথেষ্ট সময় না দেওয়ায় প্রধান বিরোধী সদস্যদের ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে দেখা যায়

১০. উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদে সংসদীয় কার্যক্রমের নির্দেশক পর্যবেক্ষণে অধিবেশনের গড় বৈঠককাল তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি, আইন প্রণয়নে মোট ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার পূর্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি, প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট কিছুটা হ্রাস, বিরোধী দলের সংসদ বর্জন না করা করা এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে পূর্বের অধিবেশনগুলোর তুলনায় বিরোধী দলের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, বিরোধী দল কর্তৃক সরকারের কাজের গঠনমূলক সমালোচনার মতো কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেলেও আইন প্রতি ব্যয়িত গড় সময়ের বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য নয়। অন্যদিকে সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ নিয়ে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের আচরণে বিধির ব্যত্যয়, অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি; অন্যান্য পর্বে (অনির্ধারিত আলোচনা, বাজেট ও রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা) সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত আলোচিত হত্যাকান্ড, জঙ্গী অপতৎপরতা, আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ক আলোচনা করা হলেও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্বে উক্ত বিষয়সমূহ উত্থাপন করে আলোচিত না হওয়া (*অধিবেশনে উত্থাপিত নোটিস পর্যবেক্ষণ করে*); আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সদস্যদের আলোচনার জন্য উপস্থাপিত না হওয়া লক্ষ্য করা গেছে। আইন প্রণয়ন পর্বে সদস্যদের (বিশেষ করে সরকারি দল) অংশগ্রহণ কম ছিলো; বিরোধী সদস্যদের মতামত ও প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় নি। আইন প্রণয়নে জনমত গ্রহণের বিদ্যমান পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগের ঘাটতির ফলে জন অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ ও সংসদীয় কার্যক্রমের আইন প্রণয়ন ও প্রশ্নোত্তর পর্বে নারী সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ ছিলো। সদস্যদের সংশ্লিষ্ট কমিটি সম্পর্কিত ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা, বিধি অনুযায়ী কমিটি সভা না হওয়া, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা ও বাধ্যবাধকতা না থাকা, সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত (সংসদের কার্যবিবরণী) ও কমিটি সংশ্লিষ্ট তথ্যের (কমিটি প্রতিবেদন) উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি চ্যালেঞ্জসমূহ লক্ষণীয়।

অষ্টম ও নবম সংসদে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করলেও দশম সংসদে এখনও এ ধরনের চর্চা দেখা যায়নি। এছাড়া অন্যান্য সংসদের তুলনায় বিরোধী দলের কম ওয়াকআউট করার মাধ্যমে সংসদীয় কার্যক্রমে তারা যে ইতিবাচকভাবে অবস্থান করছে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ভিন্নতার কারণে দশম সংসদ নির্বাচন এবং পরবর্তীতে সংসদীয় কার্যক্রমে বিভিন্ন সময়ে প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের অবস্থান বিতর্কিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। কোনো কোনো সদস্যকে জাতীয় সংসদে সদস্য হিসেবে পদ রক্ষায় অধিবেশনে হাজিরা দিতে দেখা যায়। দশম সংসদের প্রথম এক বছর ধরে পালিয়ে থাকার পর অনুপস্থিতির ৬৫তম কার্যদিবসে সরকার দলীয় সদস্য সংসদে এসে হাজিরা খাতায় সাক্ষর করেন কিন্তু অধিবেশনে যোগ দেননি, পরবর্তী বছর (২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) মাত্র একটি কার্যদিবসে সেই সদস্য হাজিরা খাতায় সাক্ষর দিতে এলেও কোনো আলোচনা পর্বে অংশ নেননি। উল্লেখ্য তিনি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত এবং পলাতক ছিলেন, পরে গ্রেপ্তার হয়ে এখন কারাগারে আছেন। ২০১৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে এই আসন শূন্য রয়েছে। এই সদস্য সম্পর্কে সংসদ অধিবেশনে তেমন আলোচনা হতেও দেখা যায়নি[২১]। সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় কার্যকরতা বৃদ্ধি করতে সদস্যদের স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের বাধা লক্ষণীয়। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলে হাইকোর্টের রায়ের পর্যবেক্ষণেও বলা হয় - "সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে। সংসদে দলীয় অবস্থানের বিষয়ে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা তাদের নেই। এমনকি যদি দলীয় সিদ্ধান্ত ভুলও হয়, তাহলেও নয়। তারা দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে সংসদ সদস্যরা তাদের রাজনৈতিক দলের নীতিনির্ধারকদের কাছে জিম্মি।"

[২১] দৈনিক ***প্রথম আলো, ৮ জুলাই, ২০১৫; দৈনিক যুগান্তর, ৭ জুলাই, ২০১৫।***

১১. সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ

সংসদে সদস্যদের অংশগ্রহণ

১. 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল' প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাপেক্ষে পুনরায় সংসদে উত্থাপন, চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে বিধি অনুযায়ী স্পিকারকে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে।

৩. সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় প্রধান বিরোধী দল প্রকৃত বিরোধী দলসুলভ ভূমিকা পালনে আগ্রহী হলে তাদের দ্বৈত অবস্থান থেকে সরে আসতে হবে।

৪. সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে দলের বিরুদ্ধে আস্থা/অনাস্থার ভোট এবং বাজেট ছাড়া বাকি সকল ক্ষেত্রে সদস্যদের মত প্রকাশ ও সমালোচনার বিধান থাকবে।

৫. আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ সদস্যদের আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের বিস্তারিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

৬. আইন প্রণয়নে জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণের জন্য জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে, পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে, *আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।*

৭. সরকারি দলকে বিরোধী দলের যৌক্তিক প্রস্তাবসমূহ বিবেচনায় আনতে হবে।

কমিটি কার্যকর করা

৮. বিধি অনুযায়ী নিয়মিত কমিটির সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।

৯. সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী কমিটির কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত রাখতে হবে।

১০. কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিত *(প্রস্তাব - ছয়মাসে অন্তত ১টি)* প্রকাশ করতে হবে।

তথ্য প্রকাশ

১১. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে, বাৎসরিক সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

তথ্য সহায়িকা:

- সংসদ অধিবেশনের প্রকাশিত বুলেটিন এবং স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদনসমূহ।
- ফজল আ, *'The Ninth Parliament Election: A Socio-Political Analysis'*, ২০০৯।
- ফিরোজ, জা, *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৩।
- মাহমুদ, ত, আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, আকতার, ম, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নবম জাতীয় সংসদ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১২।
- মাহমুদ, ত, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১০।
- আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, *বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫।